ছাহাবা চরিত

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)

*-মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম**

যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, নিরলস প্রচেষ্টা, অবিরাম সাধনা ও অধ্যবসায়ের ফলে ইলমে হাদীছ ও ইলমে তাফসীরের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছিল হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ছিলেন তাদের অন্যতম। জ্ঞান ও মর্যাদার দিক দিয়ে তিনি সেসব ছাহাবীদের প্রথম সারিতে ছিলেন যাঁরা দ্বীনি জ্ঞানের ক্ষেত্রে গভীর সমুদ্র হিসাবে বিবেচিত হ'তেন। শৈশব কাল থেকেই রাসূল (ছাঃ)-এর সান্নিধ্য লাভ এবং ওমর ফারূক (রাঃ)-এর মত অভিজ্ঞ পিতার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ফলে জ্ঞান ও মর্যাদার সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন হয়েছিলেন তিনি। দুনিয়ার চেয়ে আখেরাতকেই তিনি বেশী অগ্রাধিকার দিতেন। যার ফলে অঢেল পার্থিব বিত্ত-বৈভব লাভের সুযোগ এবং খিলাফতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হওয়ার লোভনীয় প্রস্তাবও নিঃসঙ্কোচে প্রত্যাখ্যান করেছেন। জাগতিক সকল প্রকার ঝামেলা থেকে মুক্ত থেকে একনিষ্ঠ ভাবে দ্বীনের খেদমত করেছেন। তাক্বওয়ার গণ্ডির মধ্যেই সর্বদা নিজেকে আবদ্ধ রেখেছিলেন। আলোচ্য প্রবন্ধে এই প্রখ্যাত ছাহাবীর জীবন চরিত সংক্ষেপে আলোচিত হ'ল।-

নাম ও বংশ পরিচয়ঃ নাম আব্দুল্লাহ, পিতার নাম ওমর,[১] মাতার নাম যয়নব বিনতে মায'উন, যিনি বনু জুমাহ গোত্রের লোক ছিলেন।[২] তাঁর উপাধি আবু আব্দির রহমান।[৩] এ নামে তিনি অধিক পরিচিত।[৪] পূর্ণ বংশ ধারা হ'লঃ আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে খাত্ত্বাব বিন নুফায়েল বিন আব্দুল উয্যাহ বিন রাবাহ বিন কুরত বিন জারাহ বিন আদি বিন কা'ব বিন লুব্বী[৫] 'আল-কারাশী আল-আদবী।[৬]

জন্ম ও শৈশবঃ তাঁর জন্মের সঠিক তারিখ জানা যায়নি। তবে নবুঅতের দ্বিতীয় বা তৃতীয় বৎসর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কেননা বদর যুদ্ধের সময় তাঁর বয়স ছিল ১৩ বছর। আর বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল নবুঅতের ১৫ বছর পর।[৭] নবুঅতের ছয় বছর পর স্বীয় পিতা হযরত ওমর ফারূক (রাঃ)-এর সাথে (প্রায়) পাঁচ বছর বয়সে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ১১ বছর বয়সে তিনি স্বীয় পিতা ও নিজ পরিবারের সাথে মদীনায় হিজরত করেন।[৮]

দৈহিক গঠনঃ হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) আকার-আকৃতিতে স্বীয় পিতার মতই ছিলেন।[৯] লম্বা দেহ, গমের মত বর্ণ, হৃষ্ট-পুষ্ট শরীর, কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল ছিল তাঁর। চুলে হলুদ খেযাব লাগাতেন তিনি।[১০]

আচার-ব্যবহারঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ছিলেন উত্তম চরিত্র ও মহৎ ব্যাক্তিত্ব সম্পন্ন এক মহামানব। তাঁর মধ্যে বহুবিধ গুণের অপূর্ব সমাহার ঘটেছিল। রাসূল প্রেম, সুন্নাহ্র অনুসরণ, আল্লাহ ভীতি, জিহাদ ও ইবাদতের প্রতি উৎসাহ, বদান্যতা ও আত্মত্যাগ, বিনয়, মুখাপেক্ষীহীনতা, অল্পে তুষ্টি, সহজ সরলতা, হক বলা ও স্পষ্টবাতিদা ইত্যাদি অগণিত গুণে গুণান্বিত ছিলেন তিনি।[১১]

শিক্ষা জীবনঃ রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় অধিকাংশ সময় হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) তাঁর সান্নিধ্যে কাটানোর চেষ্টা করতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অধিকাংশ ইলমী আলোচনা বৈঠকেও তিনি অংশগ্রহণ করতেন। যেদিন কোন কারণে তাঁর দরবারে উপস্থিত থাকতে পারতেন না সেদিনের হাদীছগুলো উপস্থিত অন্যান্য ছাহাবীদের জিজ্ঞেস করে জেনে নিতেন ও মুখস্ত করতেন।[১২] যারর ফলে তিনি হাদীছের অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মহানবী (ছাঃ)-এর ওফাতের পর তিনি ৬২ বছর বেঁচে

---

* দ্বিতীয় বর্ষ (সম্মান) ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১. ইবনু হাজার আসক্বালানী, তাক্বরীবুত তাহযীব (দেওবন্দঃ আল-মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, ২য় সংস্করণ, ১৪০৮/১৯৮৮) পৃঃ ৩১৫; Encyclopeadia of Islam, (Leiden, New edition 1979), v-1. p-53.
২. তালিবুল হাশেমী, বিশ্বনবীর সাহাবী, অনুবাদঃ আব্দুল কাদের (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ, ১৪১৪ হিঃ/১৪০০ বাং/১৯৯৪ইং) ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৮।
৩. হাফেয আবুল ফিদা ইবনু কাছীর আদ্দামেশক্বী, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (কায়রোঃ দারুর রাইয়ান, ১ম প্রকাশ, ১৪০৮ হিঃ/১৯৮৮ ইং) ৫ম জিল্দ, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৫।
৪. ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪০৬ হিঃ/১৯৮৬ ইং/১৩৯২ বাং) ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৬৯।
৫. বিশ্বনবীর সাহাবী, ১ম খণ্ড পৃঃ ৬৮; ইবনু হাজার এভাবে বর্ণনা করেন, عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشى العدى
দ্রঃ ইবনু হাজার আসক্বালানী, তাহযীব (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৫ হিঃ/১৯৯৪ ইং), ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৯১।
৬. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৫ম জিল্দ, ৯ম খণ্ড (জুয), পৃঃ ৫।
৭. হাফেয আবুল আলা মুহাম্মাদ ইবনে আব্দির রহমান আল-মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, ১ম প্রকাশ ১৪১০ হিঃ/১৯৯০ ইং) ১০ম খণ্ড, ফুটনোট, পৃঃ ২২১।
৮. বিশ্বনবীর সাহাবী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৮-৬৯; ইবন শিহাব বলেন, ইবনে ওমর তাঁর পিতার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন।
দ্রঃ হাকিম নিশাপুরী, আল-মুস্তাদরাক আলাছ ছাহীহাইন (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১১ হিঃ/১৯৯০ইং), ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৪৭।
৯. বিশ্বনবীর সাহাবী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৬।
১০. হাফেয জামালুদ্দীন আবিল হাজ্জাজ, তুহফাতুল আশরাফ লি মা'রেফাতিল আত্বরাফ (তুণ্ডিমাবাদি, ভারতঃ আদ্দারুল ক্বাইয়েমা, ২য় প্রকাশ ১৪০৩ হিঃ/১৯৮২ ইং), ৬ষ্ঠ খণ্ড, ভুমিকা, পৃঃ ৭।
১১. The Encyclopeadia of Islam, v-1. p-54.
১২. ইবনু হাজার, আল-ইছাবাহ ফী তামযীযিছ ছাহাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১০৯।

http://islaminonesite.wordpress.com

ছিলেন এবং হাদীছ প্রচারে নিজেকে উৎসর্গ ক ছিলেন।[১৩] সাথে সাথে কুরআন কারীমের তাফসীরের ক্ষেত্রেও তাঁর অসাধারণ পান্ডিত্য ছিল। তিনি ফিক্হ শাস্ত্রেও গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। হযরত ইবনে কাইয়ূম (রঃ) বলেছেন, 'হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) প্রদত্ত ফৎওয়া যদি একত্রিত করা হয় তাহ'লে এক বিশাল আকৃতির পুস্তক তৈরী হ'তে পারে'। দ্বীনি ইলম ছাড়া আরবী ভাষা ও সাহিত্যেও তিনি প্রভূত দখল রাখতেন। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে সময় ব্যয় করা তিনি পসন্দ করতেন না।

শিক্ষক মণ্ডলীঃ মহানবী (ছাঃ) সহ অনেক ছাহাবী তাঁর শিক্ষক ছিলেন। তন্মধ্যে তাঁর পিতা ওমর ফারূক (রাঃ), চাচা যায়েদ (রাঃ), বোন হাফসাহ (রাঃ), আবুবকর, ওছমান, আলী, সাঈদ, বিলাল, যায়েদ ইবনে ছাবেত, ছুহাইব, ইবনু মাস'ঊদ, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) এবং রাফে' ইবনে খাদিজ প্রমুখের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।[১৪]

ইলমে হাদীছে অবদানঃ হাদীছ বর্ণনায় আধিক্যের দিক দিয়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)-এর স্থান ছিল দ্বিতীয়। তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীছ সংখ্যা ২৬৩০ টি।[১৫] কেউ কেউ বলেন তিনি ১৬৩০ টি হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[১৬] এর মধ্যে ১৭০টি হাদীছ সম্মিলিতভাবে বুখারী ও মুসলিমে, ৮১টি বুখারীতে এবং ৩১টি মুসলিম শরীফে পৃথকভাবে বর্ণিত হয়েছে।[১৭] তাঁর এত অধিক হাদীছ বর্ণনার অন্যতম কারণ ছিল তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট থেকে শ্রুত হাদীছ মুখস্ত করার পাশাপাশি তা লিখে রাখতেন।[১৮] এ সম্পর্কে আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের মধ্যে আমার চেয়ে বেশী হাদীছ বর্ণনা কারী আব্দুল্লাহ ইবন ওমর ছাড়া আর কেউ ছিল না। কারণ তিনি হাদীছ লিখে রাখতেন। আর আমি লিখতাম না'।[১৯]

ইবনে ওমর (রাঃ) হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। হযরত সাঈদ স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'হাদীছ বর্ণনায় ইবনে ওমরের চেয়ে সতর্কতা অবলম্বনকারী আমার নযরে আর কেউ পড়েনি।[২০]

তাঁর নিকট থেকে অনেক মুহাদ্দিছ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে বিলাল ও হামযার বংশধর, যায়েদ, সালেম, আব্দুল্লাহ, ওবায়দুল্লাহ, ওমর, তাঁর পৌত্র আবুবকর ইবনে ওবায়দুল্লাহ, অন্য পৌত্র মুহাম্মাদ বিন যায়েদ ও আব্দুল্লাহ বিন ওয়াবেদ, ভাতিজা হাফ্ছ ইবনে আছেম বিন ওমর ও আব্দুল্লাহ বিন ওবায়দুল্লাহ বিন ওমর, গোলাম নাফে', আসলাম, যায়েদ, খালেদ, ওরওয়াহ বিন যুবাইর, মূসা বিন ত্বালহা, আবু সালমাহ, আব্দুর রহমান, আমের, সাঈদ, হুমাইদ বিন আব্দুর রহমান বিন আউফ, সাঈদ বিনুল মুসাইয়েব প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২১]

তাফসীর শাস্ত্রে অবদানঃ তাফসীর শাস্ত্রেও তাঁর গভীর পান্ডিত্য ছিল। তিনি অধিকাংশ সময় কুরআনের বিভিন্ন সূরা ও আয়াত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করতেন। ইমাম মালেক (রঃ)-এর মুয়াত্তায় বর্ণিত হয়েছে যে, ইবনে ওমর (রাঃ) সূরা বাক্বারার উপরই দীর্ঘ ১৪ বছর গবেষণা করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মজলিসে উপস্থিত থেকে কুরআন মাজীদের তাফসীর সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন তিনি।[২২]

ফিকাহ শাস্ত্রে অবদানঃ হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) ফিকাহ্ শাস্ত্রেও গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। জীবনের বেশীর ভাগ সময় ফৎওয়া দানের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেছেন তিনি। ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, ইবনে ওমর (রাঃ) দ্বীনের অন্যতম ইমাম ছিলেন।[২৩] তিনি আরো বলেন, ইবনে ওমর (রাঃ) ৮৬ বছর বেঁচে ছিলেন, তম্মধ্যে ৬০ বছর ইসলামী শরীয়তের বিভিন্ন বিষয়ে ফৎওয়া প্রদান করেছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকার মানুষ দলে দলে তাঁর নিকট আসত। রাসূলের (ছাঃ) ইন্তেকালের পর তিনি ৬০ বছর বেঁচে ছিলেন। তাই তাঁর নিকট রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীদের কোন বিষয় গোপন ছিল না'।[২৪] এতদসত্ত্বেও

---

১৩. ইবনে আব্দিল বার্র, আল-ইস্তি'আব ফী মা'রেফাতিল আছহাব, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৮১।
১৪. তাহযীবুত তাহযীব, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৯১; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৫ম জিল্দ, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৬।
১৫. ইবন হাযম, আসমাউছ ছাহাবাতির রুইয়াত আলা কুল্লি ওয়াহিদিম মিনাল 'আদাদ (কলিকাতাঃ তা.বি.), পৃঃ ৪; জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী, তাদরীবুর রাবী ফী শারহি তাকরীবিন নববী, (মিশরঃ আল-খাইরিয়া, ১৩০৭ হিঃ) পৃঃ ২০৫।
১৬. মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, হাদীছ সংকলনের ইতিহাস, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ) পৃঃ ২৫৯; কেউ কেউ বলেন, তাঁর বর্ণিত হাদীছ সংখ্যা ১৯৮০টি।
দ্রঃ তুফাতুল আশরাফ লি মা'রিফাতিল আত্বরাফ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ভূমিকা, পৃঃ ৭; আবার কেউ বলেন, তাঁর বর্ণিত হাদীছ সংখ্যা ১০৩৬টি।
দ্রঃ বিশ্বনবীর সাহাবী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৪।
১৭. হাফেয মিযযী, তাহযীবুল কামাল, পৃঃ ২০৭; হাদীছ সংকলনের ইতিহাস, পৃঃ ২৫৯।
১৮. ইমাম দারেমী, মুসনাদ (মদীনা ছাপা), ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০৬।
১৯. মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল, ছহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড পৃঃ ২২।
২০. আল-ইছাবাহ ফী তাময়ীযিছ ছাহাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১০৯।
২১. তাহযীবুত তাহযীব, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৯১-৯২; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৫ম জিল্দ, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৬।
২২. বিশ্বনবীর সাহাবী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৪-৭৫।
২৩. তুহফাতুল আশরাফ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ভূমিকা, পৃঃ ৭-৮।
২৪. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৫ম জিলদ, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৬; তুহফাতুল আশরাফ ৬ষ্ঠ খণ্ড, ভূমিকা, পৃঃ ৭-৮; আল-মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৪৪।

http://islaminonesite.wordpress.com

ফৎওয়া প্রদানের সময় তিনি যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করতেন।[২৫] কোন বিষয়ে সামান্য সন্দেহ থাকলে এ বিষয়ে তিনি কোন ক্রমেই ফৎওয়া দিতেন না।[২৬]

যুদ্ধে অংশগ্রহণঃ হযরত আনাস ও সাঈদ বিন মুসাইয়েব (রাঃ) বলেন, ইবনে ওমর (রাঃ) বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[২৭] ইবনু মান্দাহ বলেন, তিনি বদর ও ওহোদ যুদ্ধে অনুমতি ব্যতীত শরীক হয়েছিলেন।[২৮] হযরত বারা বলেন, আমি এবং ইবনে ওমর (রাঃ)-কে বদরের দিন রাসূল (ছাঃ)-এর সম্মুখে পেশ করা হ'লে তিনি আমাদের ছোট বললেন। এরপর ওহোদ যুদ্ধে আমরা শরীক হই। ইমাম হাকেম বর্ণনা করেন, ইবনে ওমর (রাঃ) খন্দক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। আর এটিই ছিল তাঁর প্রথম যুদ্ধে অংশগ্রহণ।[২৯] তিনি হুদাইবিয়ার সন্ধির দিন বায়'আতে রিযওয়ান বা বায়'আতে শাজারাহ্তে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[৩০] এছাড়া তিনি ইয়ারমুক, ক্বাদিসিয়াহ, জালাওলা, মিশর বিজয়, পারস্য অভিযান প্রভৃতি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[৩১] খায়বার, হুনাইন, তায়েফ, তাবুক, মক্কা বিজয় (৮ম হিঃ), আফ্রিকা (তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া, মরক্কো) অভিযান (২৭ হিঃ), ৩০ হিজরীতে খোরাসান ও তাবারিস্তান যুদ্ধ এবং কনষ্টান্টিনোপলের যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। উষ্ট্র ও সিফ্ফিনের যুদ্ধে তিনি নিরপেক্ষ ছিলেন।[৩২]

রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনঃ হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) কর্তৃক মনোনীত উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার মধ্য দিয়ে ইবনে ওমর (রাঃ) রাজনৈতিক অঙ্গণে আবির্ভূত হন।[৩৩] হযরত ওছমান (রাঃ) স্বীয় শাসনামলে ইবনে ওমর (রাঃ)-কে বিচারপতির পদ দেয়ার প্রস্তাব পেশ করলে তিনি তা গ্রহণ করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। বলা হয়ে থাকে যে, ধর্মীয় নির্দেশের বিশ্লেষণে ভুল হওয়ার আশংকায় তিনি কাযীর পদ গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিলেন।[৩৪]

পরবর্তীকালে তিনবার তাঁকে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব দেওয়া হয়ঃ

(১) হযরত ওছমান (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর (৩৫ হিঃ/৬৫৫ খৃঃ) (২) হযরত আলী (রাঃ) ও মু'আবিয়া (রাঃ)-এর মধ্যে সিফ্ফীনের যুদ্ধ সংঘটি হওয়ার সময় বিরোধ মীমাংসার জন্য দু'জন ফায়ছালাকারী নিযুক্ত করার সময় (৩৭-৩৮ হিঃ/৬৫৭-৫৮ খৃঃ) (৩) প্রথম ইয়াযিদের মৃত্যুর পর (৬৪ হিঃ/৬৮৩ খৃঃ)। কিন্তু প্রতিবারই তিনি উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। মূলতঃ ইবনে ওমর (রাঃ) প্রশাসনিক কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত হননি। বরং তা হ'তে দূরে থাকাই তিনি পসন্দ করতেন। তিনি তাঁর সমগ্র জীবন শিক্ষা ও ধর্ম বিষয়ক কাজে অতিবাহিত করেছেন।[৩৫]

আল্লাহ্ভীতিঃ হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। আল্লাহভীতি এবং শেষ বিচারের দিনের ভয়ে তিনি সদা ভীত সন্ত্রস্ত থাকতেন।[৩৬] আখেরাতের হিসাব-নিকাশ সম্পর্কিত কোন আয়াত শুনলেই তিনি ভীত হয়ে পড়তেন এবং ক্রন্দন করতেন।[৩৭] একদা ওবায়দুল্লাহ বিন ওমরকে নিম্নোক্ত আয়াত পড়তে শুনলেন–

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَّ جِئْنَا بِكَ عَلَى هٰؤُلَاءِ شَهِيدًا

'হে রাসূল! আখেরাতের সেদিন কি অবস্থা হবে, যখন আমরা প্রত্যেক উম্মতের পক্ষ থেকে একজন সাক্ষী এনে দাঁড় করাব এবং আপনাকে তাদের ওপর সাক্ষী হিসাবে দাঁড় করাব' (নিসা ৪১)। এ আয়াত শুনে ইবনে ওমর (রাঃ) কাঁদতে শুরু করলেন। কাঁদতে কাঁদতে তাঁর দাড়ি ও বুকের কাপড় ভিজে গেল।[৩৮] আল্লাভীতি তাঁর অন্তরে জিহাদ ও ইবাদতের তীব্র অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছিল। জিহাদ

---

২৫. হাফেয জামালুদ্দীন বলেন, وكان شديد التحرى والاحتياط والتوقى فى فتوا،
দ্রঃ তুহফাতুল আশরাফ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ভূমিকা, পৃঃ ৭-৮।

২৬. আল-মুস্তাদরাক আলাছ ছহীহাইন, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৪৭।

২৭. আল-মুস্তাদরাক আলাছ ছাহীহাইন, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৪১; তাহযীবুত তাহযীব, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৯৩।

২৮. তাহযীবুত তাহযীব ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৯৩।

২৯. আল-মুস্তাদরাক আলাছ ছাহীহাইন ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৪৪; ইমাম যাহাবী বলেন,
واستصغر يوم احد فاول غزواته الخندق
দ্রঃ নুযহাতুল ফুযালা তাহযীবু সিয়ারু আ'লাম আন্-নুবালা, (জেদ্দাহঃ দারুল আন্দালুস, ১ম প্রকাশ, ১৪১১ হিঃ/১৯৯১ইং) ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৩।

৩০. তাহযীবুত তাহযীব, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৯১; নুযহাতুল ফুযালা তাহযীবু সিয়ারু আ'লাম আন্-নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৩; আল মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৪৫।

৩১. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৫ম জিল্দ, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৫; তুহফাতুল আশরাফ লি মা'রিফাতিল আত্বরাফ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ভূমিকা, পৃঃ ৭।

৩২. বিশ্বনবীর সাহাবী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৯-৭১।

৩৩. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৬০; In political affairs, he appears for the first time as adviser to the council appointed by the dying umar to choose from among its own members the future caliph. See. The Encyclopaedia of Islam, V-1, P-54.

৩৪. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৬০; It is related that he would not accept the office `kadi' fearing that he might not be able to interpret the divine law correctly. See. The Encyclopaedia of Islam, V-1, P-54.

৩৫. The Encyclopaedia of Islam, V-1, P-54. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৬০।

৩৬. قال طاوس وميمون بن مهران : "ما رأيت اورع من ابن عمر"
দ্রঃ তুহফাতুল আশরাফ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ভূমিকা, পৃঃ ৮।

৩৭. বিশ্বনবীর সাহাবী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৭।

৩৮. নুযহাতুল ফুযালা তাহযীব সিয়ারু আ'লাম আন নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৫।

http://islaminonesite.wordpress.com

ও ইবাদত ব্যতীত তিনি থাকতে পারতেন না।[৩৯]

অনাড়ম্বর জীবন-যাপনঃ তিনি অত্যন্ত সাদাসিধা জীবন-যাপন করতেন। হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমাদের মধ্যে শুধুমাত্র ইবনে ওমরই একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন যাকে পার্থিব কোন কিছুই আকৃষ্ট করতে পারেনি।[৪০] হযরত সুদ্দী বলেন, রাসূলের (ছাঃ) ইন্তেকালের পর কোন পরিবর্তন ছাড়া একমাত্র ইবনে ওমর (রাঃ)-কেই দেখা যায়।[৪১] তিনি প্রায় সব কাজই নিজ হাতে করতেন। একেবারে সাধারণ পোষাক পরিধান করতেন তিনি। কামীছ, ইযার ও কাল পাগড়ী ছিল তাঁর অন্যতম পোষাক।

সুন্নাতের অনুসরণঃ হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) মহানবী (ছাঃ)-এর একনিষ্ট অনুসারী ছিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, ইবনে ওমর (রাঃ) যেভাবে মহানবী (ছাঃ)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করতেন অনুরূপ আর কেউ করতেন না।[৪২] হযরত নাফে' বলেন, ইবনে ওমর (রাঃ) মহানবীর (ছাঃ) অনুসরণ এমনভাবে করতেন যে, কেউ দেখলে তাঁকে পাগল বলবে।[৪৩] তিনি আরো বলেন, ইবনে ওমর (রাঃ) রাসূলের (ছাঃ) পদাঙ্ক অনুসরণ করতেন। এমনকি রাসূল (ছাঃ) কোন বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম নিলে তিনিও সেখানে বিশ্রাম নিতেন এবং সেই বৃক্ষে পানি সিঞ্চন করতেন যাতে তা শুকিয়ে না যায়।[৪৪] এজন্য সাঈদ ইবনুল মুছাইয়েব (রাঃ) বলতেন, আমি যদি জান্নাতী হওয়ার সাক্ষ্য দিতাম তাহ'লে ইবনে ওমরের জন্য সাক্ষ্য দিতাম।[৪৫]

ইবাদতঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) একজন প্রকৃত আবেদ ছিলেন। অধিকাংশ রাত ছালাত আদায় করে অতিবাহিত করতেন। এর কারণ সম্পর্কে তিনি বর্ণনা করেন, যৌবনের প্রারম্ভে আমি মসজিদে শুয়ে থাকতাম। একদা স্বপ্নে জাহান্নাম দেখে তা থেকে আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাইলাম। অতঃপর এ স্বপ্নের কথা হাফসাকে (রাঃ) বললাম। হাফসা রাসূল (ছাঃ)-কে বললে তিনি বলেন, 'আব্দুল্লাহ সৎকর্মপরায়ণ লোক। যদি সে রাতে ছালাত আদায় করত।[৪৬] এরপর থেকে তিনি রাতে যৎসামান্য ঘুমাতেন। কোনদিন এশার জামা'আত ছুটে গেলে অবশিষ্ট রাত ইবাদতে অতিবাহিত করতেন। প্রত্যেক বার ছালাত আদায় ও কুরআন তেলাওয়াতের জন্য নতুন করে ওযূ করতেন![৪৭] তিনি এত বেশী বেশী কুরআন তেলাওয়াত করতেন যে, কোন কোন সময় একরাতে সম্পূর্ণ কুরআন শেষ করতেন। অনুরূপ ভাবে লাগাতার ছিয়ামও পালন করতেন তিনি। জীবনে ৬০ বার হজ্জ ও ১০০০ বার ওমরাহ পালন করেছিলেন।[৪৮]

তিনি অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। কোন কোন দিন এক বৈঠকে ৩০ হাযার (দেরহাম বা দিনার) পরিমাণ দান করতেন। তাঁর ধন-সম্পদের মধ্যে কোন জিনিস তাঁর বেশী পসন্দ হ'লে তা আল্লাহ্র রাস্তায় দান করে দিতেন।[৪৯] এ সম্পর্কে তিনি বলেন, একদা আমি لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون আয়াতটি পাঠ করলাম। অতঃপর স্মরণ করতে লাগলাম আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদের মধ্যে আমার রুমাইছা নাম্নী দাসী আমার নিকট অধিক প্রিয়। আমি তখন তাঁকে আল্লাহ্র ওয়াস্তে আযাদ করে দিলাম।[৫০] এভাবে জীবনে তিনি ১০০০ গোলাম আযাদ (মুক্ত) করেছিলেন।[৫১]

সত্যের পথে নির্ভিক সৈনিকঃ হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) ছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর এবং হকের পথে নির্ভিক সাহসী যোদ্ধা। খালেদ বিন সাঈদ বর্ণনা করেন, একদা হাজ্জাজ বিন ইউসুফ খুৎবা প্রদান কালে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়েরকে এ বলে অপবাদ দিলেন যে, ইবনে যোবায়ের কুরআনের অক্ষর পরিবর্তন করেছেন। একথা শুনে ইবনে ওমর (রাঃ) দাঁড়িয়ে বললেন, তুমি মিথ্যা বলছ। কুরআনের অক্ষর পরিবর্তনের শক্তি তোমার ও তাঁর নেই। এতে হাজ্জাজ রাগান্বিত হয়ে বললেন, চুপ করো, তুমি পাগল হয়েছ। অতঃপর হাজ্জাজ প্রতিশোধ নেয়ার জন্য এক সিরিয়াবাসীকে নিয়োগ করেন। সে হজ্জের সময় বিষ মিশ্রিত বর্ষা ইবনে ওমরের (রাঃ) পায়ে বিদ্ধ করলে বিষ ক্রিয়ায় তিনি ইন্তেকাল করেন।[৫২]

অন্য বর্ণনায় আছে, একবার হাজ্জাজ বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসল। ছালাতের ওয়াক্ত চলে যাওয়ার উপক্রম হলেও তিনি বক্তৃতা শেষ করলেন না।

---

৩৯. বিশ্বনবীর সাহাবী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৭।

৪০. তাহযীবুত তাহযীব, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৯২; عن عائشة قالت ما رأيت احزم للأمر الاول من عبد الله بن عمر"

দ্রঃ আল-মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৪৪।

৪১. তুহফাতুল আশরাফ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ভূমিকা, পৃঃ ৮; عن حذيفة (رض) قال: لقد تركنا رسول الله (ص) يوم توفى وما منا أحد الا و تغير عما كان عليه الا عمر و عبد الله بن عمر (رض)"

দ্রঃ আল-মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৪১।

৪২. ইবনে সা'দ, ত্বাবাকাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৪৪-১৪৫।

৪৩. নুযহাতুল ফুযালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৫; আল-মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৪৭।

৪৪. নুযহাতুল ফুযালা তাহযীবু সিয়ারু আ'লাম আন্-নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৫; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৫ম জিল্দ, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৬।

৪৫. হাফেয যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফ্ফায (হায়দারাবাদঃ তা.বি.) ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৮; আল-মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৪৫।

৪৬. ইমাম বোখারী, আল-লু-লু ওয়াল মারজান, (রিয়াযঃ মাকতাবাহ দারুল ফাইহাঃ ১ম প্রকাশ, ১৪১৪ হিঃ/১৯৯৪ ইং), ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২০; ইমাম মুসলিম, ছহীহ মুসলিম, (দেওবন্দঃ মুখতার এণ্ড কোম্পানী, ১৯৮৬ ইং), ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৯।

৪৭. নুযহাতুল ফুযালা তাহযীব সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৭।

৪৮. বিশ্বনবীর সাহাবী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৭।

৪৯. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৫ম জিল্দ, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৫-৬।

৫০. আল-মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৪৭।

৫১. নুযহাতুল ফুযালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৭।

৫২. নুযহাতুল ফুযালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬০।

http://islaminonesite.wordpress.com

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) তখন তিনবার বললেন, 'ছালাতের সময় হয়েছে বসে যাও'। তবুও বক্তৃতা বন্ধ না করাতে তিনি লোকজন নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং হাজ্জাজকে বললেন, তোমার ছালাতের প্রয়োজন নেই বলে মনে হয়। ইতিমধ্যে হাজ্জাজ মিম্বর থেকে নেমে ছালাত শেষ করে ইবনে ওমরকে (রাঃ) বললেন, এমন করলেন কেন? তিনি উত্তরে বললেন, আমরা সময় হ'লে যথাসময়ে ছালাত আদায়ের জন্য এসে থাকি। এরপর যা ইচ্ছা বলতে পার। ইবনে ওমরের এ স্পষ্টবাদিতার জন্য হাজ্জাজ শত্রুতে পরিণত হল এবং বিষ মিশ্রিত বর্শা দিয়ে হজ্জের ভীড়ে আঘাত করে তাঁকে আহত করল।[৫৩]

ইমাম হাকেম বর্ণনা করেন, ইবনে যোবায়েরের বিরুদ্ধে হাজ্জাজ মক্কায় এসে কা'বার দিকে মুখ করে কামান ফিট করে গোলা বর্ষণের প্রস্তুতি নিলে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়েন এবং হাজ্জাজকে গালমন্দ করেন। এতে হাজ্জাজ রাগান্বিত হয় এবং তাঁর ইঙ্গিতে এক সিরিয়াবাসী বিষ মিশ্রিত বর্শা দিয়ে তাঁকে আহত করে। তিনি অসুস্থ হ'লে হাজ্জাজ তাঁকে দেখতে এসে বলল, অপরাধীর পরিচয় জানলে সে তার গর্দান উড়িয়ে দিত। তখন ইবনে ওমর (রাঃ) বললেন, এসব তোমারই কীর্তি। হারাম শরীফে অস্ত্র আনার অনুমতি না দিলে এ ঘটনা ঘটত না।[৫৪]

ইবনে ওমরের (রাঃ) কিছু উপদেশঃ হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) অত্যন্ত সঠিক রায় সম্পন্ন ও বিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ছিলেন। তাঁর অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ কিছু উপদেশ নিম্নে উদ্ধৃত হ'ল। যা পাঠ করে তদানুযায়ী আমল করলে মুসলিম মানবতা উপকৃত হবে ইনশাআল্লাহ।

উপদেশ সমূহ-

(১) সর্বাপেক্ষা সহজ নেকী হ'ল প্রফুল্ল মুখ এবং মিষ্টি কথা।

(২) শত্রুর কাছ থেকে হ'লেও জ্ঞানার্জন কর।

(৩) অন্যের দোষ খোঁজার আগে নিজের দোষের প্রতি নযর দাও।

(৪) সুমিষ্ট শরবৎ যেভাবে পান করে থাক, তেমনি ক্রোধ হজম কর।

(৫) আল্লাহ্র নিকট কোন বান্দাহ যতই প্রিয় হোক না কেন, সে যখন কোন পার্থিব কিছু চায়, তখন আল্লাহ্র নিকট তাঁর মর্যাদা নিঃসন্দেহে কমে যায়।

(৬) মানুষ তখন জ্ঞানীদের দলভূক্ত হ'তে পারে, যখন সে নিজের চেয়ে উচুঁ লোক শত্রু মনে করবে না এবং নিজের চেয়ে কম জ্ঞান সম্পন্ন লোককে অবজ্ঞা করবে না। আর নিজের জ্ঞানের মূল্য নেবে না।

(৭) চরিত্র খারাপ হ'লে ঈমানও খারাপ হবে।

(৮) পাপ করতে চাইলে সে স্থান তালাশ কর, যেখানে আল্লাহ নেই।

(৯) ইবাদতের স্বাদ হাছিল করতে চাইলে একাকীত্ব তালাশ কর। বন্ধু এবং ওয়াকিফহাল লোকদের থেকে পৃথক হয়ে যাও। তবে এটা রুযী তালাশের পর এবং পরিবার-পরিজনকে মিষ্টি ঘুমের ব্যবস্থা করে দেয়ার পর।

(১০) আমি প্রথমতঃ হাদীছের ওপর আমল করি। তারপর তা মানুষকে শুনাই।[৫৫]

ইন্তেকালঃ হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) ৭৩ হিঃ সনে (৬৯৩ খৃঃ) ৮৬ বছর বয়সে মক্কায় ইন্তেকাল করেন।[৫৬] সালেম বলেন, আমার পিতা তাঁকে হারামের বাইরে দাফন করার অছীয়ত করেছিলেন। কিন্তু আমরা তা করতে সক্ষম হইনি। তাঁকে হারামের মধ্যে মুহাজিরদের করবস্থানে সমাহিত করলাম।[৫৭]

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)-এর ঘটনা বহুল জীবন উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য হেদায়াতের দিশারী। কেননা রাসূল চরিতের বিভিন্ন দিকের হুবহু চিত্র পরিলক্ষিত হয় তাঁর জীবনে। তাই তাঁকে হাদীছের দর্পণ বললেও অত্যুক্তি হবে না। বর্তমান বিশ্বে সত্য যখন পদানত, ন্যায় যখন পরাভূত, যুলূম, শোষণ ও অত্যাচারের অসহনীয় চাপে যখন আদল, ইহসান ও সদাচার মুখ থুবড়ে পড়েছে, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রবল স্রোতে ইসলামী সংস্কৃতি যখন ভাসমান, তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)-এর জীবন চরিত অধ্যয়ন সঠিক পথের সন্ধ্যান দিবে। প্রেরণা যোগাবে হকের পথে দৃপ্ত পদে চলার ও ন্যায়ের পথে অটল অবিচল থাকার। উৎসাহ দিবে ইসলামের খেদমতে মসি চালাবার, শক্তি দিবে বাহুতে দ্বীনের জন্য অসি চালাবার।

আসুন! দ্বীনের একনিষ্ঠ সেবক, হকের পথে নির্ভিক সৈনিক, হাদীছে নববীর যথার্থ অনুসারী ইবনে ওমরের (রাঃ) জীবনালেখ্য হ'তে ইবরত হাছিল করে নিজেদের ইহকাল ও পরকালীন জীবনে শান্তি ও মুক্তি অর্জনে ব্রতী হই। আল্লাহ আমাদের তাওফীক এনায়েত করুন! -আমীন!!

---

৫৩. বিশ্বনবীর সাহাবী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৩।
৫৪. আল-মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৪৩।
৫৫. বিশ্বনবীর সাহাবী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৬।
৫৬. তুহফাতুল আহওয়াযী, ১০ম খণ্ড, ফুটনোট, পৃঃ ২২১; আল-মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৪১-৪২; قال الزبير بن بكار و آخرون: توفى سنة ثلاث و سبعين و قال الواقدى و جماعة: توفى ابن عمر سنة اربع و سبعين

দ্রঃ আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৬।
৫৭. আল-মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৪৩।

http://islaminonesite.wordpress.com